بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

হে আবু মুস'আব, ব্যবসা লাভজনক হয়েছে!

(ইসলামিক মাগরিব শাখার আমীর, কমান্ডার আবদুল মালিক দ্রুকদেল রহ.-এর শাহাদাতের প্রেক্ষিতে কিছু কথা)

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই, যিনি তাঁর মহান গ্রন্থে ইরশাদ করেছেন:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿الأحزاب: ٢٣﴾

"মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।" (সূরা আহযাব: ২৩)

আর পরিপূর্ণ দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আম্বিয়া ও মুজাহিদীনের মহিমান্বিত নেতা, শুহাদা ও রাসূলগণের সর্দার, সত্যবাদীদের সত্যের প্রতীক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর। যিনি বলেছেন:

" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ "

"সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, আমি পছন্দ করি আমাকে যেন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, এরপর শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়। তারপর জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়।" (সহীহুল বুখারী, শাহাদাতের আকাঙ্খা করা অধ্যায়, হাদীস নং-২৬০৪)

হামদ ও সালাতের পর...

নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং শুহাদাদের সুগন্ধি ছড়ানো আত্মাগুলো দুনিয়াবী দেহের বন্দীদশা হতে স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের প্রতিপালকের প্রতিবেশী হতে পারে এবং তাদের আসল বাসস্থানে পৌঁছাতে পারে, যা নির্মিত হয়েছে দয়াময় রহমানের আরশের নিচে। আর সেখানে পৌঁছে পুনরায় দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের কোন আকাঙ্খা থাকে না। কিন্তু শুধুমাত্র সেই প্রশংসিত আকাঙ্খা বাকি থাকে, যে আকাঙ্খা পোষণ করতেন আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আল্লাহর পথে লড়াই করে নিহত হওয়া সত্যবাদী মু'মিনদের জন্য মেশক-আম্বর সদৃশ এবং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বীয় পরহেজগার বন্ধুদের জন্য এক অপার অনুগ্রহ। এটি এমন এক সফলতা, যা কেবল মুখলিস বান্দারাই লাভ করতে পারে। যারা সঠিক পথে পরিচালিত কেবল তারাই এ সফলতার মালা ছিনিয়ে নিতে পারে। আমরা আশা করি যে, শহীদ শাইখ আবু মুস'আব আবদুল ওয়াদুদকে মহান আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রিয় দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে চিরস্থায়ী ও মর্তবার উচ্চ-স্তরে পৌঁছার জন্য নির্ধারণ করেছেন, ইনশা আল্লাহ। আমরা দু'আও করি- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন তাঁকে আপন রহমতের বারিধারায় সিক্ত শুহাদাদের কাননে জায়গা করে দেন। তাকে এমন দলের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদের প্রতি তাঁর অপার নেয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছেন। শহীদ শাইখ আবু মুস'আব আবদুল ওয়াদুদ রহ.-এর ব্যাপারে আমরা এমন ধারণাই পোষণ করি। আর তাঁর জন্য আল্লাহ্-ই যথেষ্ট এবং আমরা আল্লাহ্ তা'আলা থেকে অগ্রে বেড়ে কারো প্রশংসা করি না।

আমরা আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিব শাখার আমীর, দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী, মুজাহিদ শাইখ আবু মুস'আব আবদুল ওয়াদুদ রহ.-এর শাহাদাতের প্রেক্ষিতে আমাদের সম্মানিত জাতি ও জাতির নেককার যুবকদের প্রতি শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করছি। পাশাপাশি তাঁর পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, ভাই-বেরাদরসহ সকল মুসলিমদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। আর আমরা এ কথাই বলবো:

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু গ্রহণ করেছেন এবং যা কিছু দিয়েছেন এ সবকিছু তার-ই মালিকানাধীন এবং সকল কিছুর-ই একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।" (সহীহুল বুখারী, হাদিস নং- ৬৯৮৩)

بسم الله الرحمن الرحيم

হে আবু মুস'আব, ব্যবসা লাভজনক হয়েছে!

(ইসলামিক মাগরিব শাখার আমীর, কমান্ডার আবদুল মালিক দ্রুকদেল রহ.-এর শাহাদাতের প্রেক্ষিতে কিছু কথা)

আর আমাদের ধারণা মতে শাইখ তাঁর জীবনের প্রশংসনীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং আল্লাহর হুকুমে শহীদদের আত্মাসমূহের সাথে মিলিত হওয়ার মাধ্যমে সুদৃঢ় সৌভাগ্য তথা শহীদি মর্যাদা লাভ করেছেন।

সুতরাং সকল প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি শাইখ আবু মুস'আব আবদুল ওয়াদুদ রহ.কে তাঁর রাস্তায় নিহত হওয়ার মাধ্যমে খাতেমা বিল খায়ের নসীব করেছেন। সর্বাবস্থায় শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই সকল প্রশংসা। আমরা আমাদের মহান মালিকের কাছে বিনীত দরখাস্ত করছি- তিনি যেন আলজেরিয়ার সাহসী বীর পুরুষ আবু মুস'আব আবদুল ওয়াদুদ রহ.-এর মত ব্যক্তি দান করার মাধ্যমে আমাদের জাতির উপর রহম করেন। আলজেরিয়ার জন্য এমন লোক তৈরী করে দেন, যারা একে তাঁর ন্যায় প্রতিরক্ষা করবে এবং এর জন্য তাঁর মত সহানুভূতিশীল হবে।

আমাদের শাইখ শহীদ আবু মুস'আব রহ. জিহাদের পথে সুদীর্ঘ তিন দশকে অনেক নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি উম্মাহর বিভ্রান্তি লগ্নে নক্ষত্রের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে ইজ্জত ও সম্মানের এক নতুন দিগন্তের শুভ সূচনা করেছিলেন।

তিনি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার জন্য দুনিয়াকে ত্যাগ করেছিলেন। ছেড়েছিলেন তার প্রিয় বিদ্যাপীঠকে, পরিত্যাগ করেছিলেন সাজ-সরঞ্জাম পুঞ্জীভূত করাকে, আর সঙ্গে নিয়েছিলেন পাহাড়ি পুরুষদেরকে। এমনকি তিনি সেই পাহাড়ি পুরুষদেরকে শক্তিশালী ও দৃঢ়তার শীর্ষে তুলে এনেছিলেন এবং তিনি মহানায়কের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। এমনিভাবে তিনি বছরের পর বছর ধরে ফরাসী আক্রমণগুলো প্রতিহত করেছিলেন। তিনি ছিলেন আলজেরিয়ার গৌরবান্বিত ভূষণ এবং ইসলামিক মাগরিবের ইতিহাসের অনন্য সম্পদ। এমনকি তিনি আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে কঠিন অধ্যবসায়ী শহীদ ওমর আল-মুখতারের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ব্যাপারে সমসাময়িক আধুনিক আরবি কবি সম্রাট আহমাদ শাওকী বলেন:

مشي ومشت فيالق من فرنسا + تجر مطارف الظفر اختيالا

"সে এবং সৈন্যবাহিনী ফ্রান্স থেকে পায়ে পায়ে হেটে গেল, গর্ববশত বিজয়ের মাঠ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল।

ملأن الجو أسلحة خفافا + ووجه الأرض أسلحة ثقالا

অতি উৎসাহে হালকা অস্ত্র সহ নিয়ে এসেছে, অথচ ভূ-পৃষ্ঠ ভারি অস্ত্রে ভরপুর।

وأرسلن الرياح عليه نارا + فما حفل الجنوب ولا الشمالا

এ অস্ত্রগুলো তার উপর অগ্নিবায়ু পরিচালনা করেছে, দক্ষিণ উত্তর কোন দিকে খেয়াল করেনি।

فكفن بالصوارم والعوالي + ووسد حيث جال وصالا

সুতরাং তাকে সাওয়ারিম ও আওয়ালিতে দাফন করা হয়েছে এবং তাকে নেতা বানানো হয়েছে যেখানেই তিনি সফর করে গেছেন এবং যেখানেই আক্রমণ করেছেন।

إذا مرت به الأجيال تتري + سمعت لها أزيزا وابتهالا

যখন ধারাবাহিকভাবে ভ্রমণকারীগণ তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেছে, তখন তুমি তার আওয়াজ ও মিনতি শুনতে পেয়েছ।"

হে আমাদের সম্মানিত জাতি!

আমরা এমন একটি জাতি, যাদের শাহাদাতের ইতিহাস ছাড়া ভিন্ন কোন ইতিহাস নেই। সে ইতিহাসে এমন কোন পাতা নেই, যা রক্ত ছাড়া লিখিত হয়েছে।

হে আমার জাতি!

দুঃখিত হয়ো না! শহীদরা মরে না, বরং তারা মাটিতে, বৃক্ষ তরুলতায় এবং ফুলের উপরে বিচরণ করে এবং তাদের বিচরণস্থল হলো সবুজ উদ্যান। আপনার শহীদ সন্তানেরা দুনিয়ার বুকে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে যায় না, তারাতো ক্রুসেডার এবং তাদের পদলেহনকারীদের সাথে

بسم الله الرحمن الرحيم

হে আবু মুস'আব, ব্যবসা লাভজনক হয়েছে!

(ইসলামিক মাগরিব শাখার আমীর, কমান্ডার আবদুল মালিক দ্রুকদেল রহ.-এর শাহাদাতের প্রেক্ষিতে কিছু কথা)

অবিচ্ছিন্ন সংঘর্ষের জন্য যায়। তারা ঘুমন্ত এবং নিষ্ক্রিয় প্রফুল্ল অন্তরগুলোকে জাগ্রত করতে যায় এবং বর্তমান লড়াইয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য সকল প্রকার সীমাবদ্ধতা থেকে জাতিকে মুক্ত করতে যায়।

নিশ্চয়ই তারা জীবিত। তারা চলে গেছেন আর আমাদের এবং আমাদের যুবকদের জন্য সম্মানের জীবন, সংকল্প এবং শক্তি যুগিয়ে গেছেন। তারা অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং বিদ্রোহীদের বিচারের জন্য বেরিয়ে ছিলেন। জালিমরা চেয়েছিল তারা অন্যায়ের সাথেই জীবনিপাত করুক বা জালিমের প্রতি অনুগত হয়ে থাকুক, কিন্তু তারা জুলুমকে প্রশ্রয় দেন নি। কেননা, জুলুম বা অন্যায় কিয়ামতের দিন ভীষণ অন্ধকার হয়ে (জালিমের) সামনে আসবে।

হ্যাঁ! হত্যা তাদের বাহ্যিক দেহগুলোকে ক্ষত-বিক্ষত করতে পারে। কিন্তু এ আঘাত তীব্রভাবে শরীরের গভীরে, শারীরিক ওজনে অনুভূত হয়ে তাদের উপস্থিতির সাক্ষ্য দেয়। এ আঘাত তাদের জীবনকে মহৎ করতে এবং অমরত্ব লাভের জন্যই করা হয়েছিল।

শাহাদাত এমন এক অনন্য দর্শন, যা ইসলামের বাণীকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে এবং এটি একটি উচ্চতর দর্শন, যা কেবল তার মহান পথে ডুবে থাকা ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারে।

এটি জীবনের এক নতুন দিগন্ত, যা দুনিয়ার পিছনে ছুটে চলা মানুষেরা জানে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ বিষয়ে আমাদের যা বলেছেন তার চেয়ে বিশদ কিছু আমরা জানি না।

জাতির বাস্তবতা এবং ব্যক্তি জীবনের উপর শহীদদের প্রভাবগুলোর তালিকা অনেক লম্বা। অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবেও তাদের রয়েছে বিরাট গুরুত্ব। উম্মাহর কালজয়ী আকাশে তারা নক্ষত্র হয়ে জ্বলতে থাকেন। প্রতিটি ত্রুটি থেকে পবিত্রতা অর্জন এবং সমস্ত অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে তাদের নাম সর্বসম্মতিক্রমে স্মরণ করা হয়। তাদের রক্ত কণিকাগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রের ভিন্নতা ও ইখতিলাফকে একত্রিত করতে যাদুর মতো কাজ করে। যেখানে নিজেরা বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড়ে সেখানে শহীদদের রক্ত এবং তাদের স্মৃতি স্তম্ভের কথায় তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়।

আমাদের শাইখের ব্যাপারে জানা যায় যে, তিনি মুসলমানদের রক্তের হিফাযত ও মু'মিনদের সম্পদ রক্ষা করার জন্য তীব্র আকাঙ্খা পোষণ করতেন। তিনি তাদের দ্বীন-ধর্ম ও সম্মানের প্রতিরক্ষায় অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর তাই তিনি কোনদিন তাদের পবিত্র রক্ত প্রবাহিত করার ও বিদ্রোহের স্থানগুলোর দিকে কখনো পা ফেলেন নি।

হে আমাদের অবিচল জাতি!

আসল জীবনের বৈশিষ্ট্য হলো: কার্যকারিতা, বৃদ্ধি এবং প্রসার ঘটানো। আর আসল মৃত্যুর বৈশিষ্ট্য হলো: নিষ্ক্রিয়তা এবং বাধাগ্রস্ত হয়ে চুপসে যাওয়া। আল্লাহর পথে লড়াই করা আপনাদের সন্তানেরা সত্যকে সমর্থন এবং বিজয়ী করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখার কারণেই তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। এমনিভাবে যে মতবাদের প্রবক্তা হওয়ার কারণে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, তাদের রক্ত-ই সে কারণগুলো বর্ণনা করে দেয়। ফলে তারা জাতির কাছে বড় হয়ে ওঠে এবং উন্নত মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়। আর বাকিরা তাদের শাহাদাত দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং দৃঢ়-মজবুত ও সম্প্রসারিত হৃদয়ের অধিকারী হয়ে উঠে।

সে সকল শহীদানের কুরবানী এখনও জীবনকে মানিয়ে নেওয়ার ও পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি প্রেরণাদায়ক উপাদান বটে। এটি বাস্তব জীবনের বড় বৈশিষ্ট্য বা গুণ। বিশ্ব মানবতার এই বাস্তব বিবেচনায় তারাই প্রথমে জীবিতের আসনে আসীন। অতঃপর তারা তাদের পালনকর্তার কাছে এই বিবেচনায় বা অন্য কোন বিবেচনায় অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন। আমরা তার প্রকৃত অবস্থা জানি না। তবে এ ব্যাপারে আল্লাহর দেওয়া খবর-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট; তিনি বলেন:

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿البقرة: ١٥٤﴾

অর্থাৎ তারা (শহীদেরা) জীবিত অথচ তোমরা তা অনুভব করতে পারনা। (সূরা বাকারা: ১৫৪)

بسم الله الرحمن الرحيم

হে আবু মুস'আব, ব্যবসা লাভজনক হয়েছে!

(ইসলামিক মাগরিব শাখার আমীর, কমান্ডার আবদুল মালিক দ্রুকদেল রহ.-এর শাহাদাতের প্রেক্ষিতে কিছু কথা)

কারণ, এই জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা অনুধাবন আমাদের সীমিত, অক্ষম মনুষ্য উপলব্ধির অনেক উর্ধ্বে।

উপসংহার:

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা ও শাহাদাতের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা এবং আল্লাহর রাহে লড়াইকারী সংগঠন বা গোত্রসমূহ!

যদি আমাদের সামনে সবরের নুসূসসমূহ ও তার প্রতিক্ষণ না থাকত, তাহলে শাইখ আবু মুস'আব রহ.কে হারিয়ে আমাদের অবস্থা অন্য রকম হত। কেননা, এটি অসহনীয় বড় ধরনের বিপদ ও দুঃখজনক ট্র্যাজেডি, যার মাধ্যমে হৃদয় ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। মুসলিম উম্মাহর জন্য প্রযোজ্য হলো: কবির কথার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা:

رماني الدهر بالأرزاء حتي + فؤادي في غشاء من نبال

অনন্তকাল আমাকে এমনি ছুড়ে ফেলেছে + তীরের চোরাবালিতে আমার হৃদয় ডুবেছে।

فصرت إذا أصابتني سهام + تكسرت النصال علي النصال

তীরের আঘাতে আমি হয়ে গেলাম তীর + ফলকটি ভেঙ্গে বানিয়েছি বালুর ভিড়।

তবে আমরা শুধু তা-ই বলি যা দ্বারা আমাদের প্রতিপালক খুশি হয়। সুতরাং কলম যেমন চলার কথা তেমনি চলেছে। আল্লাহর শপথ! সবর বা ধৈর্য্য-ই কেবল কবর পর্যন্ত আমাদের উপকারে আসবে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন যতটুকু ইচ্ছা করবেন ততটুকুই হবে। আমরা আল্লাহর জন্যই এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব এবং তাঁর-ই অনুগ্রহের প্রত্যাশী। আমরা আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি যতক্ষণ না মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীদের সাথে এবং তাঁদের পবিত্র পরিবারের (সকলের প্রতি পরিপূর্ণ সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) সাথে আমাদের সাক্ষাৎ করাবেন তথা শাহাদাত না দিবেন, ততক্ষণ আমরা আমাদের শত্রু ক্রুসেডার আমেরিকা এবং ফরাসীদের সাথে লড়াই চালিয়েই যাব।

ইয়া আল্লাহ্! আপনার করুণা ও অনুগ্রহের চাদরে আপনার-ই বান্দা আবু মুস'আব আবদুল মালিককে ঢেকে নিন। আর তার পুনরুত্থান করুন তাদের সাথে, যাদের প্রতি আপনার নিয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন, যারা ছিলেন আপনার সম্মানিত পরিবারভুক্ত। বর্তমান যুগের যারা তার থেকে অনেক উর্ধ্বে তাদের সাথে তার মিলন ঘটান। দুনিয়াবি পরিবারের থেকে উত্তম পরিবার দান করুন, দুনিয়ার বাড়ি থেকে উত্তম বাড়ি দান করুন। আর তার দেহের উপরে আপনার রহমতের ঝর্না ও ক্ষমার বারিধারা বর্ষণ করুন। নিশ্চয় আপনি এ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান ও মালিক।

وآخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

জিলক্বদ ১৪৪১ হিজরী

জুন ২০২০ ঈসায়ী